

অযুর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে **النظافة** পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা।

- ❖ অজু উন্মতে মুহাম্মাদীর আলামত; যেহেতু তারা কেয়ামতের দিবসে উজ্জ্বল অঙ্গ নিয়ে উপস্থিত হবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

أَنْتُمْ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتِطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحَجِّيلَهُ

কেয়ামতের দিন আমার উন্মত অজুর অঙ্গগুলো উজ্জ্বল ঝলমলে অবস্থা নিয়ে উপস্থিত হবে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এগুলো দীর্ঘ করতে চায় সে যেন তা করে নেয়।’ সহীহ বুখারী ও মুসলিম- 467

- ❖ অজু সগীরা গুনাহকে মিটিয়ে দেয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ، أَوْ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلِّ خَطِيئَةٍ.....حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ

যে অজু করে এবং সুন্দরভাবে অজু করে তার শরীর থেকে পাপসমূহ বের হয়ে যায়। এমনকি নখের নীচ থেকেও বের হয়ে যায়।’ সহীহ মুসলিম

পারিভাষিক পরিচয়:

هو أفعال مخصوصة وهو غسل الوجه واليدين والرجلين، ومسح الرأس.

“নির্দিষ্ট কিছু অঙ্গ তথা মুখমন্ডল, দু হাত ও দু’পা ধৌত করা এবং মাথা মাসেহ করার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করাকে ইসলামী পরিভাষায় অযু বলা হয়।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

“হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখ মন্ডল ও দুই হাত কনুই সহ ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসেহ করবে, আর দুই পা গোড়ালীসহ ধৌত করবে।” সূরা মায়েদা- ৫

ধৌত করার অর্থ হচ্ছে, هُوَ الْإِسَالَةُ পানি প্রবাহিত করাকে বলে। কোন অঙ্গকে ধৌত করার অর্থ হচ্ছে, ঐ অঙ্গের প্রতিটি অংশে কমপক্ষে কয়েক ফোঁটা পানি প্রবাহিত করা। শুধুমাত্র ভিজ়ে যাওয়া, পানিকে তেলের মত মালিশ করা অথবা এক ফোঁটা পানি প্রবাহিত করাকে “ধৌত করা” বলেনা।

## অযুর হুকুম



বিভিন্ন আমল ভেদে বিভিন্ন রকম

ফরযঃ সকল প্রকার সালাতের জন্য অযু করা ফরয। চাই তা নফল বা পূর্ণ সালাত অথবা অপূর্ণ সালাতের জন্য হোক যেমন; সেজদায়ে তেলাওয়াত, জানাযার সালাত ইত্যাদি।

আল-কুরআনুল কারীম স্পর্শ করার জন্য অযু করা ফরয। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

لا يمسّه إلا المطهرون

“পবিত্রগণ ব্যতীত কেউ তা স্পর্শ করবে না। সূরা ওয়াকিয়া: ৭৯

ওয়াজিবঃ কাবা শরীফ তাওয়াফ করার জন্য অযু করা ওয়াজিব।

মুস্তাহাবঃ উপরোল্লিখিত সময় ছাড়া অন্যসময়ে অজু করা মুস্তাহাব। তাই ফুকাহায়ে কেরাম নিম্নবর্ণিত জায়গাসমূহে অজু করা মুস্তাহাব আখ্যা দিয়েছেন।

আবার অযু থাকা সত্ত্বেও (কোনো ইবাদত করার পর) প্রত্যেক নামাজের জন্য নতুন করে অযু করা মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك

“আমার উম্মতের জন্য যদি কষ্ট না হতো তাহলে প্রতি নামাজের সময় অযুর নির্দেশ দিতাম এবং প্রতিবার অযুর সাথে মিসওয়াক করার হুকুম প্রদান করতাম।” মুসনাদে আহমদ

নিম্নে আরও কিছু সময়ে অযু করা মুস্তাহাব:

১. পবিত্র অবস্থায় ঘুমানোর জন্য। ২. ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর। ৩. সর্বদা অযু অবস্থায় থাকার জন্য। ৪. অযু থাকা অবস্থায় কোনো ইবাদত করার পর সওয়াবের উদ্দেশ্যে পুনরায় অযু করা। ৫. পরনিন্দা, কোটনামী ও মিথ্যা বলার পর, তদ্রূপ কোন গোনাহ করার পর অযু করা মুস্তাহাব। ৬. অশ্লীল কবিতা আবৃত্তি করার পর। ৭. নামাযের বাইরে অটুহাসির পর। ৮. মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার উদ্দেশ্যে। ৯. মৃত ব্যক্তিকে বহন করার জন্য। ১০, প্রতি নামাযের ওয়াত্তে। ১১. ফরয গোসলের পূর্বে। ১২. জুনুবি ব্যক্তির পানাহার ও ঘুমের সময়। ১৩. রাগের সময়। ১৪, মৌখিক কোরআন তেলাওয়াতের জন্য। ১৫. হাদীস পাঠ করা কিংবা হাদীস বর্ণনা করার জন্য। ১৬. দ্বীনি ইলম চর্চা করার জন্য। ১৭. আযান দেওয়ার জন্য। ১৮. খুৎবা পাঠ করার জন্য। ১৯. নবী করীম (সঃ) এর কবর যেয়ারতের উদ্দেশ্যে। ২০. আরাফার ময়দানে অবস্থান করার জন্য। ২১. সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মাঝে দৌড়ানোর জন্য।

মাকরুহঃ একবার অযু করে কোন ইবাদত করা ছাড়াই আবার নতুন করে অযু করা মাকরুহে তানযীহী। রদুল

মুহতার ১/১১১

## অযু শুদ্ধ হওয়ার শর্ত

১. পানি পবিত্র হওয়া।

৩. অযুর নির্দিষ্ট অঙ্গগুলোতে পানি পৌঁছানো।

৫. অযু ভঙ্গের কোনো কারণ না পাওয়া।

২. হায়েয-নেফাস না হওয়া।

৪. অঙ্গগুলোতে পানি পৌঁছাতে প্রতিবন্ধক কোনো কিছু না থাকা।

৬. অঙ্গগুলো থেকে কম পক্ষে কিছু পানির ফোটা ঝড়ে পড়া।